দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিস্ফোরণে পুষ্টিভবনের ব্যাপক ক্ষতি ॥ আহত ৫

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ভবনে গ্যাস লাইনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৫ জন আহত হয়। বিস্ফোরণে ৩ তলাবিশিষ্ট ইনষ্টিটিউট ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে। আহতদের সকলের শরীর প্রজ্বলিত গ্যাসের আঁচে ঝলসাইয়া গিয়াছে। নগরীর ২টি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ জনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ইনষ্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। তবে একটি সূত্র জানায়,

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিস্ফোরণে পুষ্টিভবন

(১ম পৃঃ পর)

বেলা ১২টার দিকে বিনষ্ট গ্যাস লাইন হইতে নির্গত গ্যাসে পরিপূর্ণ ইনষ্টিটিউটের নীচতলার দক্ষিণ ব্লকের হাসপাতাল উইংয়ে দিয়াশলাই জ্বালাইলে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময়ে নীচতলায় আগুনের হলকা দেখা দেয়। ইহাতে হাসপাতাল উইংয়ের রান্নাঘরে গ্যাস লাইন মেরামতের কাজে নিয়োজিত ইনষ্টিটিউটের প্রকৌশলী মকবুল হোসেন, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান গোফরান আলী, প্লাম্বার মোহাম্মদ আলী ভুঁইয়া এবং বারান্দায় আলাপরত ছাত্র-ছাত্রী শামসুদ্দোহা আরেফিন ও নাসিমা খাতুন মারাত্মকভাবে আহত হন। মুহূর্তের ব্যবধানে তাহাদের সারা শরীরে আগুন ধরিয়া যায়। সাথে সাথে তাহাদের ৫ জনকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়া ভর্তি করা হয়। নাসিমাকে পরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শামসুদ্দোহা ও নাসিমা দুইজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হইতে মাষ্টার্স পাস করিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা তদন্তের জন্য প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান করিয়া ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞকেও এই কমিটিতে রাখা হইয়াছে। আজ দুপুর ১২টায় কমিটির বৈঠক ডাকা হইয়াছে।

ঘটনার সময় হাসপাতাল উইংএ গ্যাসলাইন মেরামতের কাজ চলিতেছিল। বিস্ফোরণে ভবনটির নীচতলার প্রতিটি কক্ষের দরজা-জানালা এমনকি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ে। দোতলা, তিন তলার অধিকাংশ কক্ষের আসবাবপত্র স্থানচ্যুত হয়। ভবনটির সকল জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া পড়ে। গ্যাসের হলকার ভবনের নীচতলার আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী গাছের সবুজ পাতাও লাল বর্ণ ধারণ করে। নীচতলার প্রতিটি কক্ষের জিনিসপত্র দুমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায় পড়িয়া আছে। একটি কক্ষের সারিবদ্ধ বই ও কাগজপত্রের স্তূপ বিস্ফোরণে উড়িয়া গিয়া সমগ্র আঙিনায় ঠাঁই নিয়াছে। এই কক্ষের দরজা প্রায় ১০/১৫ গজ দূরে পড়িয়া আছে। ভবন জুড়িয়া পোড়া গন্ধ। বিস্ফোরণে পার্শ্ববর্তী শিক্ষাভবন, কার্জন হল, বিজ্ঞান ভবন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, টি, এস, সি, রেজিষ্ট্রার ভবনসহ ক্যাম্পাসে আবাসিক এলাকার প্রায় সকল ভবন কাঁপিয়া উঠে। প্রাণের ভয়ে অনেকে ভবনাদি হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এই সব ভবনের কিছু জানালার কাঁচও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইনসটিটিউটের পরিচালক ডঃ কেরামত আলী এক প্রশ্নের জবাবে জানান, ভয়াবহ ঘটনার কারণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত কিছু জানি না। তবে বলা যায়, গ্যাস লাইন মেরামতের সময় উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে।

আহত সহকারী প্রকৌশলী মকবুল হোসেন ও গোফরান আলী, আহত ছাত্র আরেফীন শামসু এবং আহত ছাত্রী নাসিমা

বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুষ্টি বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটে অসংখ্য লোক ভীড় করে। ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনা সম্পর্কে দমকল কর্তৃপক্ষের সহিত কথা বলিলে জানান হয়, খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে ৩টি গাড়ি পাঠানো হয়। ২০ মিনিটের ব্যবধানে শুধুমাত্র পানি দিয়া আগুন নিভানো হয়। গ্যাসের আগুন নিভাইতে বালি বা বিশেষ রকমের ফেনা দরকার হয় বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।